

# ইসলামে কাম ও কামকেলি

(অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেখক আবুল কাশেমের ৬ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘সেক্স এন্ড সেক্সুয়ালিটি ইন ইসলাম’ এর বঙ্গানুবাদ )

## (SEX & SEXUALITY IN ISLAM)

মূলঃ আবুল কাশেম

অনুবাদঃ খেলারাম পাঠক

(সতর্কতা: নরনারীর যৌনাচার নিয়ে এই প্রবন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই কামসম্পর্কিত নানাবিধ টার্ম ব্যবহার করতে হয়েছে প্রবন্ধে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও তাই অশালীনতার গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। কাম সম্পর্কে যাদের শূচিবাই আছে, এই প্রবন্ধ পাঠে আহত হতে পারেন তারা। এই শ্রেণীর পাঠকদের তাই প্রবন্ধটি পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধে করা যাচ্ছে। পূর্ব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কেউ এটি পাঠ করে আহত বোধ করেন, সেজন্যে কোনভাবেই লেখককে দায়ী করা চলবে না।)

### প্রথম কলি

**ভূমিকা:-** ইসলামী সমাজে কাম বা সেক্স বিষয়টি একেবারেই অপ্রকাশ্য। সাধারণ মুসলিম সমাজে সেক্স শব্দটি কদাচিত উচ্চারিত বা আলোচিত হয়ে থাকে। হলেও হয় গোপনে, ভয়ে ভয়ে। (দৈব দুর্বিপাকে কোন সমস্যা দেখা দিলে কিংবা কাফেরদের দেশে নারীসম্মোহনের জন্যে গমন করা ছাড়া অন্য সময়ে যৌনবিষয়ক আলাপ আলোচনা ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধই বলা যায়)। ইসলাম ভান করে যেন পুরুষ বা নারীর দেহে যৌনাঙ্গ বলতে কোনকিছুর অস্তিত্ব নাই। একজন মুসলিম রমনীকে তার মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয় আজীবন, তার “আওরাকে” সে এভাবেই আবরণ দিয়ে রক্ষা করে। ইসলামী পরিভাষায় আওরা বলতে নারীর সেই অঙ্গকে বুঝায় যা দেখলে পুরুষ কামোত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং যা নারীর জন্যে লজ্জাস্বরূপ। অর্থাৎ সেক্সুয়াল অর্গান বা যৌনাঙ্গ হচ্ছে নারীদেহের একটি লজ্জাজনক অংশ! ‘তার সমস্ত দেহটিই একটি লজ্জাজনক বস্তু’ – এই অনুভূতি নিশ্চয়ই নারীদের জন্যে সম্মানের বিষয় নয়।

পুরুষের জন্যেও সিস্টেমটি চরম অবমাননাকর। কারণ এতে এই প্রমাণ হয় যে পুরুষজাতি রাস্তায় বিচরণরত বেওয়ারিশ ষাড়ের চেয়ে বেশী কিছু নয়, সামনে মেয়ে দেখলেই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে অপারিসমী যৌনক্ষুধা মিটিয়ে নেয়ার জন্যে সর্বক্ষন মুখিয়ে আছে সে। একেবারেই অর্থহীন বাজে একটি ধারণা। এই কাফেরদের দেশে যুগের পর যুগ বাস করছি আমি, নানা বর্ণের নানা বয়েসের লাখ লাখ মেয়ে অহোরাত্র প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। তাদের কারও বেশভূষা শালীন, কারও বেশভূষা প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে চরম ‘সেক্সি’। কিন্তু কখনও দেখিনি যে কোন পুরুষ কামত্যাগিত হয়ে এমনকি চরম সেক্সি মেয়েটির উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং পাশবিক ক্ষুধা মিটিয়ে নিল। সেক্স সম্পর্কে ইসলামের ধারণা মূলতঃ বেদুঈন আরব কালচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক সভ্য সমাজের মানদণ্ডে এই কালচার একেবারেই সেকেলে, বর্বর আর অসভ্য বললেও কম বলা হয়। কেন ইসলামী সমাজে সেক্স শব্দটি চরম নোংড়া শব্দ বলে বিবেচিত হয়, কেনই বা এসম্পর্কিত আলোচনা সেখানে একেবারেই নিষিদ্ধ – এই বিষয়টি আমাকে দারুনভাবে কৌতূহলী করে তুলে। ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় রচনাগুলিতে সেক্স সম্পর্কে লিখিত কোন বিধিবিধান আছে কিনা তা খুঁজে বার করতে প্রবৃত্ত হই আমি। আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম – তফসির, হাদিস, শরিয়া, ফিক্হ এইসব বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের উপর টন টন রচনা আছে, অথচ সেক্সের উপর যেটুকু তথ্য আছে তা অতীব সামান্য। সুতরাং এ সম্পর্কে কলম চালনা করতে আমাকে ভাসা ভাসা সূত্রের উপর নির্ভর করতে হলো। আরও একটি বড় ধরণের সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি বিশ্বয়ের সাথে আবিষ্কার করলাম – কামচর্চার নিষেধাজ্ঞাটি পুরুষদের উপর মোটেও কার্যকরী নয় ইসলামে! আপাতঃ নিষেধ বলে যা প্রতীয়মান হয়, তা নেহায়েতই লোকদেখানো মাত্র!

ইসলামী আইনসমূহে অগনিত ছিদ্র রয়েছে। এত ছিদ্র আছে যে ইচ্ছে করলে যে কোন মুসলমান পুরুষ, তা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, আইনের কানাগুলির সুযোগ নিয়ে অপরিমিত যৌনসম্বোগ করতে পারে। তাকে যা করতে হবে, তা হলো খেলাটি ভালভাবে রঙ করা। না জেনে খেলতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সেক্স করার জন্যে ইসলামে এত গুপ্ত উপায়, না বলা এতসব আইনকানুন আছে যে মোল্লারা কখনও সে সম্পর্কে মুখ খুলবে না।

পাঠক। শীতকালে গরম লেপের উষ্ণতা কতোই না আরামদায়ক – তাই না? শেক্সপীয়ারের সনেট, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, অজন্তার গুহাচিত্র কিংবা প্রাচীন গ্রীসের ভাস্কর্য – সর্বযুগের সংস্কৃতিপ্রেমী মানবসন্তানের মনে সন্তোষের জন্ম দেয়। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে কিছু বিরল উপাদান আছে যার মাঝে মানুষ তার শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি এক সাথে খুঁজে পায়? সেক্স। হ্যা, সেক্স হচ্ছে সেই বিরল উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান যা মানবজাতির (বিশেষ করে পুরুষ প্রজাতির) ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এই শক্তিশালী উপাদানটিকে কোন সমাজ কীভাবে হ্যান্ডল করে, তার উপরেই সেই সমাজের প্রাগ্রসরতা কিংবা পরিপক্বতার পরিচয় নির্ভর করে।

এই নিরীখে ইসলাম কীভাবে সেক্সকে হ্যান্ডল করেছে তার পর্যালোচনা করা যাক এবার। ইসলাম মানব-প্রজাতির যৌনাচারকে স্ত্রীজাতির মর্যাদার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ মানুষের স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়াকলাপ আর নারীর মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়। পৃথিবীতে প্রচলিত আর সব ধর্ম-সামাজিক সিস্টেমগুলির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে ইসলাম সেক্স এবং সেক্সুয়াল পিউরিটির উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে, অথচ এর মাঝে এত বেশী স্ববিরোধীতা রয়েছে যা দেখে মনে হয় নরনারীর স্বাভাবিক যৌনাচার সম্পর্কে ইসলাম বড় বেশী স্পর্শকাতর, বড় বেশী উৎকণ্ঠিত। সেক্স সম্পর্কে ইসলামের কপটতা, দ্বিমুখী ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং উদ্ভট ও অর্যোক্তিক বিধিনিষেধের স্বরূপ উন্মোচন করাই বন্ধমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সেই সাথে এটাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যে যৌথ সম্মতির ভিত্তিতে নরনারীর যৌনতৃপ্তি মেটানোর প্রাকৃতিক অধিকারের উপর কিছু অন্যায় ও অর্যোক্তিক বাধানিষেধ আরোপ করে মানুষের উপর অপারিসীম নির্যাতন চালানোর বিধান দেয়া হয়েছে ইসলামে। নরনারীর যৌন সম্পর্ক মানবজীবনের পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধরাপৃষ্ঠে জীবকূলের বিকাশ যৌনপ্রক্রিয়ারই অবধারিত ফসল। এটি ছাড়া ডারউইনের বিবর্তন বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেতো।

পাঠক, আসুন এবার আমরা ইসলামি সেক্সের উপর আলোচনা শুরু করি। ইসলামি সেক্সের প্রথম পাঠ – **রঞ্জরস ও কামকেলির জন্যে কুমারি সর্বশ্রেষ্ঠ।**

ইসলাম মনে করে – কুমারিত্ব স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ। বিয়ের আগে কুমারিত্ব খোয়ানোর সমতুল্য আর কোন পাপ নাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে! ইসলামি সমাজে যথেষ্ট সাবালিকা মেয়েরাও প্রাক-বৈবাহিক সেক্সের কথা চিন্তা করতে পারে না (পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বতন্ত্র নিয়ম। পরবর্তীতে আমরা দেখাব – বিয়ের আগেই একজন মুসলমান পুরুষ ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে যথেষ্ট যৌনবিহার করতে পারে। তবে মুক্ত নারীদের সাথে বিবাহ-বহির্ভূত সেক্স সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ)। পাঠক মনে রাখবেন, বিবাহ-বহির্ভূত সেক্স ইসলামে একটি গর্হিত অপরাধ বলে গন্য, অপরাধীকে এর জন্যে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হয়। অপরাধী অবিবাহিত/অবিবাহিতা হলে শাস্তি এক শত দোররা বা বেত্রাঘাত। অপরাধী বিবাহিত (বিবাহিতা) হলে তার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। এই বিধান পবিত্র “হুদুদ” আইন নামে পরিচিত; এর অর্থ – অপরাধ করে ফেললে এই বর্বর আইনের হাত এড়ানোর কোন উপায় নেই। একবার রায় হয়ে গেলে একে রদ করার ক্ষমতা কারও নেই, যে কোন ভাবে তা কার্যকর করতেই হবে। ইসলামি ক্ষমা আর সহিষ্ণুতার কি অপূর্ব নমুনা! আমার বক্তব্য যদি কারও নিকট অতিরিক্ত বিশেষমূলক প্রতীয়মান হয়, তবে তাকে একটি বিষয় স্মরণ করতে বলি। **ইসলামের বিধান অনুযায়ী অননুমোদিত সেক্স নরহত্যার চেয়েও বড় অপরাধ।** কারণ – হত্যাকারী ‘কিয়াস’ (বদলা) বা ‘দিয়া’র (রক্তপণ) বিনিময়ে অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে এরূপ কোন ক্ষমার সুযোগ নেই! ভালবাসা খুন করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ ইসলামে (বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে) ! কতো বড় ঘৃণ্য ও অদূরদর্শী আইন, ভাবা যায়!

আমাদের যৌন অঙ্গগুলির ‘প্রকৃত মালিক’ কে? আমরা? না পাঠক, এগুলির প্রকৃত মালিক আমরা নই, এর প্রকৃত মালিক ইসলাম। বিশ্বাস করুন আর না করুন, পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি মুসলমান নরনারীর যৌন প্রত্যঞ্জের মালিক ইসলাম। এর সবকিছুর, এমন কি এর চারপাশে যে তুচ্ছতাতুচ্ছ যৌনকেশ গজায়- তারও একমেবাদ্বিতীয়ম মালিক ইসলাম! নীচের হাদিসটি পড়ুন। পবিত্র সহিহ হাদিস। মেয়েদের যৌনাঙ্গে উদগত লোমরাশিকে কীভাবে সামলাতে হবে তার নির্দেশনামা।

দীর্ঘ্য ভ্রমন শেষে স্বামী রাত্রে ঘরে ফিরলে স্ত্রী তার যৌনকেশ উত্তমরূপে শেভ করে রাখবে....৭.৬২.১৭৩।

সহি বোখারিঃ ভলিউম-৭, বুক নং-৬২, হাদিস নং-১৭৩ঃ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিতঃ নবী বলেছেন - “যদি তুমি রাত্রিতে (তোমার শহরে) প্রবেশ কর (দীর্ঘ্য ভ্রমন শেষে), সাথে সাথে গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত না প্রবাসী ব্যক্তির স্ত্রী তার যৌনকেশ শেভ করে এবং আল্লায়িতকুন্তলা তার কেশগুলিকে ভালভাবে বিন্যস্ত করে।” আল্লাহর রসূল আরও বলেন- “হে জাবের, সন্তান লাভের চেষ্টা করো, সন্তান লাভের চেষ্টা করো।”

ফিতরার (সংকাজ) পাঁচটি অনুশীলনঃ ১। খৎনা করা, ২। যৌনকেশ শেভ করা, ৩। নখ কাটা, ৪। গোঁফকে ছোট করে ছেটে রাখা, ৫। বগলের লোম পরিষ্কার করা.....৭.৭২.৭৭৭।

সহি বোখারিঃ ভলিউম-৭, বুক নং-৭২, হাদিস নং-৭৭৭।

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রাসূল বলেছেন- “ফিতরার পাঁচটি নিদর্শনঃ খৎনা করা, যৌনকেশ শেভ করা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছোট করে ছেটে রাখা।”

এখন কেউ হয়তো ভাবতে পারেন- নরনারীর উরুদ্বয়ের মাঝখানে কি আছে তার প্রতি আল্লাহর এত ইন্টারেস্ট কেন? তার তো জরুরী বহুং কাজ থাকার কথা! যদি মনে করে থাকেন যে আল্লাহ আপনাকে যৌনাঙ্গে দিয়েছে আপনার ইচ্ছেমতো সেগুলি ব্যবহার করার জন্যে, তা’হলে সে চিন্তা বাদ দিন। আপনার একান্ত নিজস্ব একান্ত গোপন অঙ্গটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা নির্ধারণের ভার আপনার উপর নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, গৃহের নিভৃত কন্দর থেকে সুবিশাল মরুপ্রান্তর পর্যন্ত- সর্বত্র তা নির্ধারণ করবে তথাকথিত আল্লাহর আইন নামক একসেট শরিয়া আইন। বিবেকহীন, নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য, নিস্প্রাণ কতগুলো বিধান! এ প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন এসে যায়- শরিয়া যদি আল্লাহর আইনই হয় তবে কেন তা মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তুর যৌনাঙ্গকে কন্ডোল করে না? কেন গরু, ছাগল, ঘোড়া, শূয়ার, বাঘ, সিংহ, পাখী, সাপ, কচ্ছপ- এক কথায় সমস্ত প্রাণীকুল সম্মোগ কিংবা প্রজননের জন্যে ইচ্ছেমতো রতিক্রিয়া করতে পারে? দেখা যাচ্ছে- এক্ষেত্রে পশুদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের ততটুকু নেই! ভাবুন একবার! আমার প্রইভেট পাঁচটি আমার একান্ত নিজস্ব, অথচ আমার এই মৌলিক অধিকারটিও ইসলাম কুক্ষীগত করে নিয়েছে। ইসলামের এই চরম বর্বরতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একটাই- কৌমাৰ্য্য রক্ষার অজুহাতে প্রাণীর সহজাত এবং প্রাকৃতিক কাম প্রবনতা ও তঞ্জনিত তৃপ্তি থেকে বিশেষভাবে মেয়ে প্রজাতিকে জোর করে বঞ্চিত রাখা। যে ভাবেই হোক, একজন মুসলমান নারীকে তার কুমারিত্ব বজায় রাখতেই হবে। বিবাহবিহীন কোন অনৈসলামিক উপায়ে একজন মুসলমান নারী যৌনতৃপ্তি মেটাতে তা কখনও হতে পারে না। এজন্যে যদি তাকে হত্যা করতে হয়- তব্ ভি আচ্ছা।

অক্ষতযোনী কুমারির প্রতি ইসলামের এই অবসেশন কেন? কাফেরদের দেশে আসার পর এ নিয়ে বিস্তর ভেবেছি আমি। পাপীতাপীদের এই দেশে বারবনিতা, বেশারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরস্পর সম্মতিতে সেক্স এদেশে কোন অপরাধ না, যদিও জোর করে কাউকে ধর্ষণ একটি সিরিয়াস অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্যে এমনকি যাবজ্জীবনও হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামি প্যারাডাইজগুলিতে বিপরীত লিঙ্গাবিশিষ্ট দু’জন নরনারীর (কিংবা সম লিঙ্গাবিশিষ্ট) মধ্যে যৌনসম্পর্ক পুরোপুরি হারাম- তা সে পরস্পরের সম্মতিক্রমেই হোক কিংবা একজনের অসম্মতিক্রমেই

হোক। সবচেয়ে ইম্পট্যান্ট যা তা এই যে একজন মুসলিম নারীর বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক একেবারেই নিষিদ্ধ। মুসলিম দেশগুলি হতে যে সমস্ত মুসলমান পাশ্চাত্যে বাস করতে আসে- তারা এদেশের নরনারীর স্বচ্ছন্দ ও অবাধ মেলামেশা দেখে তাই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তারা এদেশের জীবনবোধ তথা মূল্যবোধ সঠিকভাবে বুঝতে করতে পারে না। তারা দেখে- মেয়েরা বিয়ের আগেই অবাধে ছেলে বন্ধুদের সাথে সেক্স করছে। তারা ভাবে- এদেশে সব মেয়েই গণিকা, সস্তা পণ্য। একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে যে সেক্সবহির্ভূত সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, তারা তা ভাবতে পারে না। ফলে চারপাশে বিচরণরত কাফের মেয়েদের সাথে স্বাভাবিক ও প্রফেশনাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সজ্জেকাচ বোধ করে তারা। বিয়ে করার উপযুক্ত হিসেবে যে মেয়েটি একজন খাটি মুসলমানের মন-মানসে ভাসে, সে এক অক্ষতযোনি কুমারি। এইসব কাফের মেয়েদের সাথে এক রাত্রির খেল চলতে পারে, তাই বলে বিয়ে? নৈব চ নৈব চ। ইসলামের বিধান অনুসারে- একজন অবিবাহিত মেয়ে তার প্রজনন যন্ত্রটিকে অবশ্যই তালাচাবি দিয়ে রাখবে। চাবীর মালিক একমাত্র স্বামী, আর কেউ নয়।

আল্লাহ ও ধর্মের নামে মেয়েদেরকে যৌনসুখ বঞ্চিত রাখার কেন এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা- তা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। অবশেষে মুসলিম সমাজে সবচেয়ে খাটি এবং অথেনটিক বলে পরিচিত সহি বুখারি ও সহি মুসলিম শরীফের কিছু অমূল্য হাদিস হস্তগত হয় আমার। এগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম কেন আল্লাহপাক বিয়ের আগ পর্যন্ত মুসলমান মেয়েটির যৌনপ্রদেশ অক্ষত রাখতে এত আগ্রহী। পাঠক, আসুন হাদিস কয়টির উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিইঃ

সহি বুখারি: ভলিউম-৭, বুক নং-৬২, হাদিস নং-১৬ঃ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিতঃ

আমরা একবার নবীর সাথে একটি ‘গাজওয়া’ (বিধমীদের বিরুদ্ধে অভিযানকে গাজওয়া বলা হয়) হতে ফিরছিলাম। আমি আমার উর্টাটিকে খুব দ্রুত চলনা করতে চাইলাম। এটি ছিল অত্যন্ত অলস একটি উট। সুতরাং আমার পেছন হতে একজন আরোহী এসে তার হস্তস্থিত বর্শা দ্বারা খোঁচা মারতেই আমার উর্টাটি এত দ্রুত ছুটতে শুরু করলো যে মনে হবে এর চেয়ে দ্রুতগামী উট আর নেই। দেখ! আরোহীটি ছিলেন স্বয়ং নবী। তিনি বললেন- ‘এত তাড়া কীসের তোমার?’ আমি বললাম- আমি নুতন বিয়ে করেছি। তিনি বললেন- ‘তোমার বউ কুমারি না মেট্রন (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত)?’ আমি বললাম- সে একজন মেট্রন। তিনি বললেন- ‘কিচ মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তার সাথে খেলতে পারতে এবং সে তোমার সাথে খেলতে পারত’। যখন আমরা (মদীনায়) প্রবেশ করতে যাচ্ছি, নবী বললেন- ‘অপেক্ষা করো যেন তুমি রাত্রিবেলা (মদীনায়) প্রবেশ করতে পার। তাহলে মহিলা তার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়িয়ে নেয়ার অবকাশ পাবে এবং যে নারীর স্বামী অনেকদিন অনুপস্থিত ছিল সে তার যৌনকেশ শেভ করার অবকাশ পাবে’।

সহি বুখারি: ভলিউম-৩, বুক নং-৩৮, হাদিস নং-৫০৪ঃ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিতঃ

আমি নবীর সাথে এক অভিযান থেকে ফিরছিলাম। আমার সওয়ারি উর্টাটি ছিল মস্তুর গতিসম্পন্ন এবং সবার পেছনে। [...] যখন আমরা মদীনার সমীপবর্তী হলাম, আমি (দ্রুত) আমার (বাড়ীর) পথ ধরলাম। নবী বললেন- ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ আমি বললাম- ‘আমি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছি’। তিনি বললেন- ‘তুমি কুমারি বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তোমরা একে অপরের সাথে রঞ্জারস করতে পারতে’। [...]

সহি মুসলিমঃ বুক নং-০০৮, হাদিস নং-৩৫৪৯ঃ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

.....আল্লাহর রসূল (দঃ) আমাকে বললেন- ‘তুমি কি বিয়ে করেছো?’ আমি বললাম- হ্যাঁ। তিনি বললেন- ‘সে কি কুমারি না পূর্ব-বিবাহিতা (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত)?’ আমি বললাম- পূর্ব-

বিবাহিতা। তখন তিনি বললেন- ‘কুমারির সাথে মজা করার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রইলে কেন’? শু’বা বলেন- এই ঘটনার কথা আমি আমার বিন দিনারের কাছে উল্লেখ করলে আমার বলেছিলেন- আমিও জাবেরের মুখে বর্ণনাটি শুনেছি। (আল্লাহর রসূল) তাকে বলেছেন- তুমি একজন বালিকা বিয়ে করলে না কেন? তা’হলে তুমিও তার সাথে খেলতে পারতে, সেও তোমার সাথে খেলতে পারত।

উপরের হাদিস তিনটি ভালভাবে পাঠ করুন পাঠক। কী মনে হয় আপনার? কেউ একজন দয়া পরবশ হয়ে বিধবা বিয়ে করলো, মোহাম্মদের (দঃ) প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তার অবস্থাটা কী দাড়ালো তা’হলে? তার বিধানকে ফলো করে কেউ যদি অতি অল্পবয়েসী মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠে, তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি? যৌন-নির্যাতনকারী হিসেবে গন্য করাও মুশকিল, কারণ সে আল্লাহর রসূলের (দঃ) নির্দেশ পালন করেছে মাত্র। স্বয়ং রসূলের (দঃ) হেরেমে এরূপ একজন কুমারি ছিল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে কম বয়েসী কুমারির সাথে সহবাসে মজাই আলাদা। বালিকা শিশুদের সাথে সহবাসে আল্লাহপাকেরও নিশ্চয়ই সম্মতি রয়েছে। কোরাণে আছে- আল্লাহ তার বিশ্বাসী বান্দাদের মনোরঞ্জনের জন্যে অক্ষতযোনী কুমারিদের অক্ষয় ভান্ডার রেডী করে রেখেছেন। প্রমান স্বরূপ কোরাণ-পাকের গোটাকয়েক আয়াত এখানে উদ্ধৃতি দেয়া গেল। মেয়েদের কুমারিত্বের প্রতি আল্লাহপাকের কতটুকু মোহ- এ থেকে মোটামোটি তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

**সূরা দুখান (৪৪): ৫১-৫৪ঃ** “নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্ঝরীসমূহে। তারা ব্যবহার করবে পাতলা ও কিংখাবখচিত রেশমী বস্ত্র, পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে আয়তলোচনা স্ত্রীগণ”।

**সূরা আর-রহমান (৫৫): ৫৪-৫৮ঃ** “তারা সেথায় রেশমের আবরণবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় জান্নাতের ফল ঝুলবে তাদের সামনে। অতএব তোমাদের পালনকর্তার কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তথায় থাকবে আয়তলোচনা রমনীগণ, কোন মানব ও জ্বিন পূর্বে তাদেরকে ব্যবহার করে নাই।...প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমনীগণ”।  
৭০-৭৪ঃ “সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমনীগণ। অতএব তোমাদের পালনকর্তার কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাবুতে উপবেশকারী হুরগণ।...কোন মানব ও জ্বিন পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি”।

**সূরা ওয়াক্কিয়া (৫৬): ৩৫-৩৮ঃ** “আমি জান্নাতের রমনীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা। ডানদিকের লোকদের জন্যে”।

**সূরা আন-নাবা (৭৮): ৩১-৩৪ঃ** “পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঞ্জুরবীথি। সমবয়স্কা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী তরুনী এবং পূর্ণ পানপাত্র”।  
(কোরানুল করিমঃ মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন কত্বক অনুদিত)

উপরের আয়াতগুলি পড়লে বুঝা যায়, কেন অল্পবয়স্কা কুমারি বিয়ে করা উত্তম। কারণ আল্লাহপাক অল্পবয়েসী কুমারি মেয়ে পছন্দ করেন, তাই তিনি তার প্রিয় বান্দাদের মনোরঞ্জনের জন্যে বেহেশতে তার অটেল সরাবরাহ নিশ্চিত করেছেন। এজন্যেই বোধ হয় পরস্যের দার্শনিক-কবি উমর খৈয়াম গেয়েছিলেন-“ স্বর্গপুরের হর্মে নাকি দেদার হুরি বসত করে, সেথায় দেখ অটেল সুরার উর্মিমুখর ঝর্ণা ঝরে”। আল্লাহর পাক কালামেও ঠিক অনুরূপ বিবরণই রয়েছে।

### এক রাত্রির খেলঃ

কথায় আছে- লাখ কথা খরচ করে একটি বিয়ে হয়। বিয়েতে শুধু যে লাখো কথা আর সুদীর্ঘ সময় লাগে তাই নয়, দেন মোহরের বোঝাটাও কম ভারী নয়। এতসব ঝামেলা এড়াতে অনেককে তাই ‘কুইক সেক্সের’ শরণ নিতে দেখা যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম এই পেশাটিতে রমনীর অভাব কোনকালে

ছিল না। এক রাত্রির অতিথিদের আনন্দ দিতে তারা এক পায়ে খাড়া। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এই সেক্সের নাম “এক রাত্রির খেল”- ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন- এই সহজ উপায়টির সমতুল্য বিধান পবিত্র ইসলামেও আছে!

এক রাত্রির খেলার ইসলামি পারিভাষিক নাম- ‘মু’তা’। মু’তা ম্যারেজ। এই বিয়ের নিয়মানুযায়ী একজন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে বিয়ের চুক্তি করে অনায়াসে তার সাথে সহবাস করতে পারে। যদিও সুন্নী সমাজে এই ধরনের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, শিয়াদের মাঝে এখনও তা চালু আছে। মু’তা বিয়ের মাধ্যমে সন্ধেবেলায় একটি মেয়েকে বিয়ে করে সকালবেলায় কিক আউট করা খুবই সম্ভব। তালাক-ফালাকের কোন ঝামেলা নাই। মু’তা বিয়ে এক সাথে ঘুমানোর একটি চুক্তি মাত্র- এর বেশী কিছু নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এক সাথে চার জনের বেশী বউ রাখা যদিও শরীয়তে নিষিদ্ধ, তবে মু’তা বা টেম্পোরারী বিয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য নয়। কোন বিশেষ সময়ে একজন মুসলমান কত জন অস্থায়ী বউ রাখতে পারবে, তার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই। আধুনিক ভাষায় এরই নাম ‘ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড’। মু’তা বিয়ের কোন টাইম লিমিট নাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ‘এক রাত্রির খেল’ প্রথাটি পুরোপুরি ইসলাম সম্মত। মু’তা বিয়ের মাধ্যমে একজন মুসলমান ইচ্ছে করলে যে কোন সংখ্যক নারীর সাথে দিনরাত সঞ্জমসুখ উপভোগ করতে পারে। কথিত আছে যে নবীর (দঃ) দৌহিত্র হযরত হাসানের (রাঃ) বৈধ স্ত্রীদের অতিরিক্ত তিন শ’ জন সেক্স পার্টনার ছিল (ইসলামী পরিভাষায় অস্থায়ী স্ত্রী)। এদিক বিবেচনা করলে হযরত হাসানকে সে যুগের ইসলামী প্লেবয় আখ্যা দেয়া যেতে পারে। আমার বর্ণনায় আপনার সন্দেহ হচ্ছে? তাহলে নীচের সহি হাদিসটি লক্ষ্য করুন, দেখুন এক রাত্রির খেলের জন্যে সঞ্জিনী বা উপপত্নী যোগাড় করার ইসলামি নিয়ম কী?

সহি মুসলিমঃ বুক নং-০০৮, হাদিস নং-৩২৫৩ঃ

রাবি বিন ছাবরা হতে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কা বিজয়ের সময় তার পিতা রাসুলুল্লাহর (দঃ) সাথে এক যুদ্ধে শরীক হয়। ‘আমরা সেখানে পনের দিন অবস্থান করি। আল্লাহর রসুল (দঃ) আমাদেরকে অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি দেন। সুতরাং আমি আমার গোত্রেরই এক লোকের সাথে (মেয়ে খুজতে) বেরিয়ে পড়ি। আমার সঞ্জীর চেয়ে আমি দেখতে সুন্দর ছিলাম, পক্ষান্তরে সে দেখতে ছিল প্রায় কদাকার। আমাদের উভয়েরই পরণে ছিল একটি করে উত্তরীয় (cloak)। আমার উত্তরীয়টি ছিল একেবারেই জীর্ণ, আমার সঞ্জীরটি ছিল আনকোরা নুতন।..শহরের একপ্রান্তে একটি মেয়ে দৃষ্টিগোচর হলো আমাদের। অল্পবয়েসী চমৎকার একটি মেয়ে, ঠিক যেন মরাল গ্রীবা চটপটে এক মাদী উট। আমরা বললামঃ আমাদের মধ্যে একজন তোমার সাথে অস্থায়ী বিয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই। তা কি সম্ভব? সে বলল- দেনমোহর বাবদ তোমরা আমাকে কী দিতে পার? আমরা উভয়েই তার সামনে আমাদের স্ব স্ব উত্তরীয় মেলে ধরলাম। সে আমাদের উভয়ের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আমার সঞ্জীও মেয়েটির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল এবং বললো- ওর উত্তরীয় ছিড়ে গেছে, পক্ষান্তরে আমার উত্তরীয়টি একেবারে নুতন। মেয়েটি অবশ্য বললো- এই উত্তরীয়টি (পুরাতনটি) গ্রহন করায় ক্ষতি নাই। কথাটি সে দু’তিনবার বললো। সুতরাং আমি তার সাথে অস্থায়ী বিয়ে সম্পন্ন করে ফেললাম এবং যে পর্যন্ত আল্লাহর রসুল প্রথাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা না করেন, সে পর্যন্ত এই সম্পর্ক আমি ছিন্ন করিনি।

মু’তা’র শাব্দিক অর্থ উপভোগ। (ডিকশনারী অব ইসলাম- টি.পি.হাফস্, পৃঃ-৪২৪)। প্রায়োগিক অর্থ - কিছু অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে অস্থায়ী বিবাহ। এই ধরনের বিয়ে ইরানে শিয়াদের মাঝে এখনও প্রচলিত আছে (ম্যালকম’স পারশিয়া, ভলিউম-II, পৃঃ-৫৯১), তবে সুন্নীরা এই ধরনের বিয়েকে অবৈধ বলে থাকে। আওতাস (Autas) নামক স্থানে নবী এই ধরনের বিয়ে করতে অনুমতি দিয়েছিলেন যা নাকি মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক মর্যাদার উপর নিঃসন্দেহে এক গুরুতর আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুন্নীদের দাবী- পরবর্তীতে খায়বার নাক স্থানে প্রথাটি বাতিল করে দেন নবী। (মেশকাত, বুক নং-Xii, চ্যাপ্টার-iv)।

### যৌন বিকৃতি/ অন্ধ-মোহগ্রস্থতাঃ

ধরুন রাস্তায় আপনি একটি মেয়ে দেখলেন। অপরূপ সুন্দরী, পূর্ণ যৌবনবতী, সেক্সি। মেয়েটিকে দেখে আপনি দারুনভাবে কামোত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন আপনি? এই অবস্থায় ইসলামী সমাধান- চটপট ঘরে ফিরে গিয়ে স্ত্রীর সাথে সঞ্জম করুন। বর্তমান যুগে রাস্তাঘাট-অফিসআদালত সর্বত্র পর্ণগ্রাফি তথা কামোত্তেজক জিনিসের ছড়াছড়ি। ম্যাগাজিনের শোভন মলাটে নগ্ন নারীমূর্তি দেখে কতবার যে আপনাকে ঘরে দৌড়াতে হয়- কে জানে? এ প্রসঙ্গে যে হাদিসটি আছে তার বিবরণঃ

সহি মুসলিমঃ বুক নং-৮, হাদিস নং-৩২৪০ঃ

জাবির হতে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসুল (দঃ) একবার একজন স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি তার স্ত্রী জয়নবের নিকট গেলেন এবং তার সাথে সঞ্জমে মিলিত হলেন। জয়নব তখন একটি চামড়া ট্যান করছিলেন। সঞ্জম শেষে রাসুল সাহাবীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন- সাক্ষাৎ শয়তান মেয়ের রূপ ধরে আমার কাছে আসল। সুতরাং তোমরা কেউ যদি এরূপ মেয়ের মুখোমুখী হও, তৎক্ষণাৎ নিজের স্ত্রীর নিকট চলে যাবে। এভাবেই কেবল অন্তরের কু-বাসনার নিবৃত্তি সম্ভব।

### ফরজ গোসলঃ

যদি কোন ব্যক্তি যৌন বিষয়ক চিন্তার প্রকোপে অত্যাধিক কামোত্তেজিত হয়ে পড়ে - তাকে ফরজ গোসল করে পাক-পবিত্র হতে হবে (যৌন সঞ্জমের পর বাধ্যতামূলকভাবে সর্বাঙ্গ ধৌত করার ইসলামী নাম ফরজ গোসল)। একবার ভাবুন, এই নিয়ম ফলো করতে হলে দিনে কতবার আপনাকে ঘরে দৌড়াতে হবে এবং স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সাথে আপনার খৎনা করা প্রতজ্ঞাটিকে মিলাতে হবে? যৌনমিলনের পর কীভাবে নিজকে পাকপবিত্র করতে হয়, সে সম্পর্কে একটি হাদিসঃ

সহি মুসলিমঃ বুক নং-৩, হাদিস নং-০৬৮৪ঃ

আবু মুসা হতে বর্ণিতঃ এক দল মুহাজির এবং এক দল আনসারের মধ্যে একবার মতবিরোধ দেখা দেয়। (মতবিরোধের কারণ ছিল এই যে) জনৈক আনসার বলেছিল- গোসল ফরজ হবে কেবলমাত্র তখনই যদি (যৌন সঞ্জমের ফলে) বীর্য বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুহাজিরগণ বলেন যে মেয়েলোকের সাথে সঞ্জমে মিলিত হলেই গোসল ফরজ হয়ে যায় (বীর্যপাত ঘটুক আর নাই ঘটুক, তাতে কিছু এসে যায় না)। আবু মুসা বললেন- ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক নিয়ম বাৎলে দেব। তিনি (আবু মুসা) বলেনঃ আমি সেখান থেকে উঠে আয়েশার নিকট গেলাম এবং তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অনুমতি মিলল এবং আমি তাকে প্রশ্ন করলামঃ উম্মুল মোমেনীন, আমি আপনাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই যা বলতে আমারই লজ্জা লাগছে। তিনি বললেন- যে কথা তুমি তোমার জন্নদাত্রী মাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পেতে না, আমাকেও তুমি তা জিজ্ঞেস করতে পার। আমি তোমার মায়ের মতোই। এ কথার পর আমি তাকে বললাম- একজন পুরুষের উপর গোসল ফরজ হয় কখন? উত্তরে তিনি বললেন- তুমি ঠিক জায়গায়ই এসেছ। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন- কোন ব্যক্তি যদি (স্ত্রীলোকের) চারটি প্রতজ্ঞার উপর সওয়ার হয় এবং খৎনা করা অঙ্গগুলি পরস্পর স্পর্শ করে, তখনই গোসল করা ফরজ হয়ে দাড়ায়।

পুরুষটির চরম তৃপ্তি হলো কিন্তু সঞ্জিনীর হলো না (কিংবা বিপরীত ঘটলো-- মেয়েটির অর্গাজম হলো, পুরুষটির হলো না)।

অসমাপ্ত যৌনতৃপ্তির ক্ষেত্রে ইসলামী সমাধান কী, নীচের হাদিস দু'টি হতে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে। পাঠক, হাদিস দু'টি পাঠ করুন এবং আপনার বেডরুমেও কোনদিন এরূপ সমস্যার মুখোমুখী হয়ে থাকলে তার সাথে মিলিয়ে নিন।

সহি মুসলিমঃ বুক নং-৩, হাদিস নং-০৬৭৭ঃ

উবেই ইবনে ক্বাব হতে বর্ণিতঃ আমি একজন লোক সম্পর্কে রাসুলুল্লাহর (দঃ) কাছে জিজ্ঞেস করি। লোকটি স্ত্রীর চরম তৃপ্তির আগেই উঠে পড়তো। এ কথা শুনে তিনি (নবী) বললেন- তার উচিৎ স্ত্রীর (যৌনাঙ্গ হতে নিঃসৃত) ক্ষরণ ধুয়ে ফেলা, অতঃপর অজু করে নেয়া ও নামাজ পড়া।

সহি মুসলিমঃ বুক নং-৩, হাদিস নং-০৬৮০ঃ

জায়িদ বিন খালিদ বলেছেন যে তিনি উসমান ইবনে আফফানকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ একজন লোক স্ত্রীর সাথে সঞ্জামে মিলিত হলো, কিন্তু স্ত্রী চরম তৃপ্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? উসমান বললেন- নামাজের জন্যে সে যেভাবে অজু করে এক্ষেত্রেও তার তাই করা উচিৎ, এবং নিজের যৌনাঙ্গটিও ধুয়ে ফেলা উচিৎ। উসমান আরও বলেন- আমি এ কথা রসুলুল্লাহর (দঃ) মুখ থেকে শুনেছি।

(ইসলামি সেক্স নিয়ে আরও মজাদার তথ্যসম্বলিত দ্বিতীয় কলির জন্যে অপেক্ষায় থাকুন)।

রেফারেন্সসমূহঃ

- ১। দ্য হলি কোরাণ; অনুবাদ- আঃ ইউসুফ আলী, পিক্‌থল, শাকির।
- ২। সহি বুখারি; অনুবাদ- ডঃ মোহম্মদ মহসিন খান।
- ৩। সহি মুসলিম; অনুবাদ- আব্দুর রহমান সিদ্দিকী।
- ৪। সুনান আবু দাউদ; অনুবাদ- প্রফেসর আহম্মদ হাসান।
- ৫। মালিক'স মুয়াত্তা; অনুবাদ- আ'শা আব্দুর রহমান এবং ইয়াকুব জনসন।
- ৬। ডিকসনারি অব ইসলাম-১৯৯৪, গ্রন্থকার- টি.পি.হাফস।
- ৭। ইমাম গাজ্জালির ইয়াহ আল উলুমুদ্দিন (আব্দেল সালাম হারুন কত্বক সংক্ষেপিত-১৯৯৭); ডঃ আহম্মদ এ. জিদান কত্বক সংশোধিত এবং অনুদিত।
- ৮। রিলাইয়ান্স অব দ্য ট্র্যাভেলার (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)-১৯৯৯, গ্রন্থকার- আহম্মদ ইবনে নাগিব আল মিস্রি, সংকলক- নুহ হা মিম কেলার।
- ৯। শারিয়া দ্য ইসলামিক ল'-১৯৯৮, গ্রন্থকার-আব্দুর রহমান ই. ডই।
- ১০। ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ, অনুবাদ- এ. গুইলম, ১৫তম সংস্করণ।
- ১১। দ্য হেদাইয়া কমেণ্টারি অন দ্য ইসলামিক ল'স-(পুণর্মুদ্রন-১৯৯৪); অনুবাদ- চার্লস হ্যামিল্টন।

লেখকঃ আবুল কাশেম, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

অনুবাদঃ খেলারাম পাঠক, ঢাকা- বাংলাদেশ।